যুগান্তর

তারিখ : 10 MAY 2010
পৃষ্ঠা 7 কলাম 5

গুরুত্বারোপ

কবে বাস্তবায়িত হবে শিক্ষানীতি

গৌতম রায়

> স্বাধীনতার পর এত বছর পার হল, আমরা এখনও একটি শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করতে পারলাম না— এ ব্যর্থতার দায়ভার বেশিদিন বহন করা উচিত হবে না।

গত বছর বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের মত নেয়ার উদ্দেশ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯ (চূড়ান্ত খসড়া) ওয়েবসাইটে দেয়ার সময় জানানো হয়েছিল, সে বছরেরই শেষে কিংবা ২০১০ সালের শুরু থেকে নতুন শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন শুরু হবে। এত কম সময়ে শিক্ষানীতির ওপর মতামত সংগ্রহ, সেগুলো পর্যালোচনা ও সংসদে আলোচনার পর পাস করানো ইত্যাদি কাজ করে তারপর সেটির বাস্তবায়ন শুরু করা সম্ভব কিনা, তা নিয়ে সন্দেহ থাকলেও সংশ্লিষ্টদের জোরালো উদ্যোগ ও আন্তরিকতা দেখে সেটা সম্ভবপর বলেই মনে হয়েছিল। ইতিমধ্যে ২০১০ সালের কয়েক মাস পেরিয়ে যাওয়ার পরও যখন শিক্ষানীতির অবস্থা সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যাচ্ছে না, তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে— শিক্ষানীতি কবে বাস্তবায়ন হবে?

শিক্ষানীতি প্রণয়নের ইতিহাস আমাদের দীর্ঘদিনের, কিন্তু বাস্তবায়নের ইতিহাস নেই বললেই চলে। বর্তমান শিক্ষানীতি কমিটি গঠনের সময় সরকার ঘোষণা দিয়েছিল, তারা শুধু শিক্ষানীতি তৈরি করেই বসে থাকবেন না, এটির বাস্তবায়নও নিশ্চিত করবেন। পরবর্তী সময়ে এমন কথাও শোনা গিয়েছিল, যেহেতু আগের শিক্ষানীতিগুলোর আলোকে বর্তমান শিক্ষানীতিটি তৈরি হয়েছে, সেহেতু এর অনুমোদন প্রক্রিয়ায় দীর্ঘ সময় না নিয়ে সরকার বরং বাস্তবায়নের দিকেই মনোযোগ দেবে বেশি। শিক্ষামন্ত্রী এটাও জানিয়েছিলেন, শিক্ষানীতি অপরিবর্তনীয় কোন বিষয় নয়; সময়ের প্রয়োজনে এর মধ্যে নানা পরিবর্তন আসতে পারে। বাস্তবায়ন শুরু হলে পরবর্তী সময়ে প্রয়োজন দেখা দিলে সে অনুসারে পরিবর্তন করা যাবে। এসব নীতিনির্ধারণী বিষয়কে এক জায়গায় আবদ্ধ না রেখে পরিবর্তনকে স্বাগত জানানোর শিক্ষামন্ত্রীর এ মনোভাব অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু বাস্তবায়নের যে সময় তিনি জানিয়েছিলেন, সেটা পূরণ না হওয়ায় শিক্ষানীতির ভবিষ্যৎ আমাদের কিছুটা চিন্তিত করে। এ শিক্ষানীতি আগের নীতিগুলোর ভাগ্য বরণ করতে যাচ্ছে কিনা, সেই ভাবনা তো আছেই (যদিও সেটি হবে না বলে দৃঢ় বিশ্বাস, কিন্তু বাস্তবায়ন শুরু না হওয়া পর্যন্ত স্বস্তি মেলে না); পাশাপাশি এ শিক্ষানীতি প্রণয়নের পর কিছু মহল থেকে যে ধরনের আপত্তি এসেছে, সেগুলোর কারণে সরকার কিছুটা পিছিয়ে গেল কিনা, সেটাও চিন্তার বিষয়। এটা ঠিক, শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন নিয়ে তাড়াহুড়া কিংবা দীর্ঘসূত্রতা কোনটাই কাম্য নয়। গত বছরের শেষদিক থেকেই যখন শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের কথা শোনা যাচ্ছিল, তখন সেটাকে তাড়াহুড়া বলে মনে হচ্ছিল। ইতিমধ্যে অনেকটা সময় পেরিয়ে যাওয়ায় এখন এটা দীর্ঘসূত্রতার ফাঁদে পড়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে।

শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের আগে অবশ্য বেশ কিছু কাজ সম্পন্ন করতে হয়। প্রথম কাজটি হচ্ছে সংসদে শিক্ষানীতি পাস করানো। বছরের শুরুতে যে সংসদ অধিবেশন ছিল, শিক্ষানীতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য সেটাই সম্ভবত ছিল উৎকৃষ্ট সময়। কী কারণে সেটি হল না বোধগম্য নয়। ওয়েবে শিক্ষানীতি উন্মুক্ত করার পর সময় নিয়েই মানুষজনের মতামত আহ্বান করা হয়েছিল এবং অনেকেই তাদের মত বা পরামর্শ দিয়েছেন বলে জানা গেছে। সেগুলোকে নিশ্চয়ই পরবর্তী সময়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। যেহেতু এই নীতি আগের শিক্ষানীতিকে কেন্দ্র করে তৈরি, তাই নানা জনের মত পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত খসড়া চূড়ান্ত করাটা বেশি সময়ের কাজ নয়। ভেতরের খবর জানি না, কিন্তু ধারণা করি সেসব কাজের সবই হয়ে গেছে। এখন বাকি বাস্তবায়ন করার পালা। শিক্ষানীতি নিয়ে এ দীর্ঘসূত্রতার অনেক কারণ থাকতে পারে, সব হয়তো জানা বা আন্দাজ করা সম্ভব নয়। কিন্তু শিক্ষানীতি তৈরি ও বাস্তবায়নের সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত অর্থাৎ শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি, শিক্ষামন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা উপদেষ্টা ও শিক্ষাবিষয়ক সংসদীয় কমিটিসহ অন্যরা যদি প্রক্রিয়াটি দ্রুততর করার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে সংসদের [illegible]কালীন অধিবেশনে এটি বিস্তারিত আলাপ-[illegible]মাধ্যমে পাস করানো কঠিন হবে না। সংসদে এখন [illegible] বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ, তারা চাইলে [illegible] পাস করিয়ে নিতে পারেন। যেহেতু এটা দেশের একটি নীতির ব্যাপার এবং এর ওপর দেশের সার্বিক ভবিষ্যৎও অনেকটা নির্ভর করে, সেহেতু শিক্ষানীতি সম্পর্কে সংসদে বিস্তারিত আলোচনার পরই এটিকে চূড়ান্ত হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। শিক্ষামন্ত্রীর মনোভাবে অবশ্য সবার মত নিয়েই একে চূড়ান্ত করার অভিপ্রায় মেলে। এক্ষেত্রে বিরোধী দলেরও কর্তব্য আছে। শিক্ষানীতির ওপর পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করে, এর বাস্তবায়নের সুবিধা-অসুবিধা বের করে এবং সে অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য সমাধানের পথ নির্দেশ করে তারা সে দায়িত্বশীলতার প্রমাণ দেবেন বলে আশা করি। এই শিক্ষানীতির মূল অ্যাপ্রোচ ইতিবাচক, যদিও এর নানা সুপারিশ নিয়ে ভিন্নমত রয়েছে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার বিকল্প নেই; আর যেসব বিষয়ে ভিন্নমত রয়েছে, সেগুলো বরং আলোচনায় বেশি বেশি উঠে আসা দরকার। তাতে বাস্তবায়নের সময় সরকার ভিন্নমতের দৃষ্টিভঙ্গিগুলো মাথায় রেখে কাজ করতে পারবে।

সবকিছু ঠিক থাকলে বছরের শেষ দিকে অর্থাৎ সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে শিক্ষানীতি নিয়ে আলোচনা হতে পারে। সংসদ সেটি পাস করলে সঙ্গে সঙ্গেই তার বাস্তবায়ন শুরু করা যাবে। না হলে সংসদীয় কমিটির কাছে পাঠাতে হবে এবং কমিটির মতামতের পর হয়তো বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে। জানি না সরকার এ ব্যাপারে কী চিন্তা করছে; কিন্তু সব মিলিয়ে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের পথে আরও বেশ খানিকটা পথ এগোতে হবে। সরকার যদি এসব বিষয় মাথায় রেখে সেভাবেই কর্মপন্থা নির্ধারণ করে, তাহলে হয়তো আগামী বছরের প্রথমার্ধ থেকেই শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন শুরু করা যাবে। স্বাধীনতার পর এত বছর পার হল, আমরা এখনও একটি শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করতে পারলাম না— এ ব্যর্থতার দায়ভার বেশিদিন বহন করা উচিত হবে না।

দুই

খসড়া শিক্ষানীতির ওপর মতামত পাঠানোর সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পরও ড. এমাজউদ্দীন আহমদসহ অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তি তাদের মত পাঠিয়েছেন এবং শিক্ষামন্ত্রী সেটাকে স্বাগত জানিয়েছেন। বিষয়টিকে নানাভাবেই দেখা যেতে পারে। নির্ধারিত সময় পার হওয়ার পর মতামত গ্রহণ করা উচিত কিনা, সেটি একটি প্রশ্ন হতে পারে; এটিকে অন্যভাবেও দেখা যেতে পারে, শিক্ষানীতি অপরিবর্তনীয় কোন বিষয় নয়, চাইলে যে কোন সময় মত দেয়া সম্ভব এবং সরকারের সেটা গ্রহণের মানসিকতা রয়েছে। সেক্ষেত্রে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে অনুরোধ থাকবে, যদি সময় থাকে তাহলে এখনও মানুষজনের মত গ্রহণ করা হোক। যারা সে সময় নানা কারণে মত দিতে পারেননি, তারা সেক্ষেত্রে আরেকটি সুযোগ পাবেন। বিশিষ্টজনরা যেহেতু সময়সীমা পার হওয়ার পরও মত দিতে পেরেছেন, সময় ও সুযোগ থাকলে সাধারণ মানুষকেও এ সুযোগ দেয়া যেতে পারে।

এখন পর্যন্ত যেসব মত এসেছে, সেগুলোও জনগণের সঙ্গে শেয়ার করতে পারলে ভালো হয়। শিক্ষানীতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা বিনিময়ের কোন আনুষ্ঠানিক বা নির্দিষ্ট প্লাটফর্ম নেই; যেহেতু সবার মত একটি জায়গায় অর্থাৎ শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কাছে জড়ো হয়েছে, তাই সেগুলো যদি উন্মুক্ত করে দেয়া হয় তাহলে সহজেই অন্যের মতের সঙ্গে নিজের মত মিলিয়ে নেয়া যায়, এবং নিজ অবস্থানের পক্ষে দ্বিতীয় চিন্তার সুযোগ সৃষ্টি হয়। মতামত নেয়ার সুযোগটি একেবারে বন্ধ না করে তা সারাবছর চলমান রাখতে পারলে আরও ভালো হয়, যেহেতু পরবর্তী সময়ে শিক্ষানীতিকে আপডেট-পরিমার্জনের কথা বলা হয়েছে, তাই সব মত এখনই গ্রহণ করা না গেলেও পরবর্তী সংশোধনের জন্য সেগুলো বিবেচনা করা যেতে পারে। পাশাপাশি ই-মেইল বা ডাকে কমিটির কাছে মতামত পাঠানো ছাড়াও অনেকে পত্রপত্রিকা, টকশো কিংবা ব্লগে তাদের মত দিয়েছেন, যেগুলো সংখ্যায় খুব কম হবে না। অনেক গুরুত্বপূর্ণ মতও সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে। আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত মতের পাশাপাশি এগুলো সংগ্রহ ও সে অনুসারে মূল্যায়ন করা হলে শেষ পর্যন্ত লাভই হবে।

(মতামত লেখকের নিজস্ব)

গৌতম রায় : *শিক্ষাবিষয়ক গবেষক, গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ, ব্র্যাক*
goutam.r@brac.net